‘সার্ভিস বিফোর সেলফ’
এই লক্ষ্যেই ডিপিএস জোকা

মনীষা ভট্টাচার্য

আধো হেমন্তের দুপুর। টালিগঞ্জ পেরিয়ে গাড়ি ছুটছে জোকার দিকে। আমাদের গন্তব্য দিল্লি পাবলিক স্কুল (জোকা)। কলকাতার পরিবেশ থেকে বেশ অনেকটাই ভেতরে, দুধারের সবুজায়ন ছাড়িয়ে চার বছর বয়সি ৯ একর জমির উপর তৈরি ডিপিএস-এ পৌঁছলাম। ২০১৪ সালে ডিপিএস-এর এই ব্রাঞ্চটি শুরু হয়েছে। নার্সারি থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করে। পড়াশোনা তো সবাইকেই করতে হবে, কিন্তু পড়াশোনা ছাড়াও প্রতিটি পড়ুয়ার মধ্যে আর অন্য কী সম্ভাবনা রয়েছে, সেইদিকে এই স্কুলের নজর একটু বেশি।

ছোট থেকেই একটি ছেলে কিংবা মেয়ে এই স্কুলে ভর্তি হলে তার কাছে খেলাধুলো (টেনিস, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, সুইমিং ইত্যাদি), ডিবেট, এক্সটেম্পো, ফোটোগ্রাফি, গান, নাচ, নাটক প্রভৃতি সৃজনশীল এক আঙ্গিক তৈরি হয়। এমন দেখাও যায় অনেকেই আছে যারা পড়াশোনায় হয়তো তেমন ভালো নয়, কিন্তু এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিতে বেশ ভালো। ফলত স্কুলের টিচাররা সেইভাবেই মনোযোগী হন বাচ্চাদের প্রতি।

কথা হচ্ছিল স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা ঋতুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর কথায়, ডিপিএস স্কুলের মূল লক্ষ্য হল ‘সার্ভিস বিফোর সেলফ’ অর্থাৎ অন্যের জন্য কাজ করো। এই আদর্শেই সারা ভারতের সব কটি ডিপিএস স্কুলের সকল শিক্ষিক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি যত্নবান হন। তিনি আরও জানালেন, এই শাখার বয়স মাত্র ৪ বছর। এখানেও যে-বাচ্চারা আছে তাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ানোর ক্ষেত্রেও স্কুল কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট নজর রাখেন। স্কুলের সেই অর্থে কোনও ভর্তির পরীক্ষা নেই, তবে প্রতিটি নতুন বাচ্চাই তাদের কাছে মূল্যবান। তাই যারাই স্কুলে ভর্তির জন্য আসেন, তাদের সবার সঙ্গেই কথা বলেন তিনি।

‘আমার বাবার বদলির চাকরি। আমি পুনে থেকে এসে ক্লাস সেভেনে এই স্কুলে ভর্তি হই। এখন আমি ক্লাস টেন-এ পড়ি। পুনের স্কুলের পড়াশোনাও ভালো, কিন্তু এখানে যে-বিষয়টা আমার খুব ভালো লাগে, সেটা হল পড়াশোনা ছাড়াও আমরা যে আরও কত কিছু পাড়ি, যেমন আমি ডিবেটে একজন সফল অংশগ্রহণকারী হতে পারি, সেটি ডিসকভার করলাম এই স্কুলে আসার পর। পুনেতে আমি কখনও এমন কোনও কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করিনি। এই ডিসকভারের পেছনে আমার টিচারের ভূমিকা অনেকটা। যখন তিনি দেখলেন আমি ভালো বলতে পারছি, ভয় পাচ্ছি না, তখন তিনিও বিভিন্ন টপিক, তথ্য দিয়ে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিতে শুরু করলেন...’ জানাল স্কুলের ছাত্র সোহম ভট্টাচার্য।

ঋতুপর্ণাদি বলছিলেন, শুধুই যে খেলাধুলো, গান-বাজনা তা নয়, পড়াশোনার প্রতিও তাঁরা দায়িত্ববান। যারা পড়াশোনায় ততটা ভালো নয়, তাদের কথা মাথায় রেখে আলাদা করে টিচাররা ক্লাস নেন। অন্যদিকে যারা ভালো, তারা যাতে আরও ভালো করতে পারে, তার জন্যও নর্মাল ক্লাস ছাড়াও স্পেশাল ক্লাসের বন্দোবস্ত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উঠে এল কাউন্সিলিংয়ের কথাও। স্পেশাল অ্যাটেনশনের পরেও যখন ভালো রেজাল্ট করতে পারে না বাচ্চারা, তখন সেই স্টুডেন্ট সহ তার মা-বাবাকে কাউন্সেলিং করার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্কুলে এমন অনেকেই আছে যারা প্রথম প্রজন্ম স্কুলে পড়ছে। নার্সারি থেকে ক্লাস টু পর্যন্ত ৮টি সেকশন রয়েছে, প্রতি সেকশনে ২৫-৩০টি স্টুডেন্ট। ক্লাস থ্রি থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত সেকশন সংখ্যা ৪টি করে এবং প্রতি সেকশনে ৩৫-৪০ স্টুডেন্ট রয়েছে।

অসম থেকে এসে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছিল অন্বেষা গুহ। সে জানাল, তার খুব অপছন্দের বিষয় অঙ্ক। একটু যেন ভয়ও ছিল। তবে এখন এই স্কুলের টিচারদের সহযোগিতায় অঙ্কে সে ভালো নম্বর পাচ্ছে। তার কথায় প্রত্যেক টিচার তাদের অসুবিধাগুলোকে ভালো করে বুঝে, তার উপর ওয়ার্কআউট করেন। ফলে ভয় ব্যাপারটা একদম কেটে যায়। পাশাপাশি এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটির মাধ্যমে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক নতুন পথ দেখায় এই স্কুল। এইভাবেই কার্যত একজন বাচ্চার সার্বিক বিকাশের কথা মাথায় রেখেই স্কুল কর্তৃপক্ষ কাজ করে চলেছেন।